দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 FEB 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

061

চকরিয়ার প্রাইমারী স্কুলগুলো

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন থেকে সত্বর মেরামত ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার দারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

উপজেলার পূর্ব বড় ভেওলা সিকদারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাটির ঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং বাঁশের বেড়া সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা মাটিতে বসে ক্লাস করছে। উপজেলার ভেওলা মানিকচর ইউনিয়নের দরবেশকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় বারবাকিয়া ইউনিয়নের শীলখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও টৈটং প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উপজেলার সর্ববৃহৎ প্রাইমারি-হারবাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনে ফাটল ধরেছে। দালানের ছাদ থেকে টুকরো টুকরো অংশ ভেঙে পড়ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা দারুণ সন্ত্রাসের মধ্যে ক্লাস করছে এবং ভেঙে পড়া টুকরোর আঘাতে অনেকে আহতও হয়েছে। এতে অভিভাবকমহল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়ছেন।

এছাড়া এ উপজেলার বদরখালী কুতুবনগর প্রাইমারী স্কুল, আজম নগর প্রাইমারী স্কুল, সাতডালিয়া প্রাইমারী স্কুল, নিদনতরানী প্রাইমারী স্কুল, পূর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়নের রাজঘাট প্রাইমারী স্কুল, হারবাং প্রাইমারী স্কুল, পহরচাঁদা প্রাইমারী স্কুল, মগনামা প্রাইমারী স্কুল ... প্রাইমারী স্কুল ও বরইতলী প্রাইমারী স্কুলসহ উপজেলার বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় সত্বর সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষকের অভাবে

জনমত

শিক্ষাদানের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার আবেদন করেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাই অনুরোধ উল্লিখিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি মেরামত করে এগুলিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ ও শিক্ষক নিয়োগ করে ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু লেখাপড়ার সুযোগ দেয়া হোক।

এম একরামুল গণী ছিদ্দিকী,
হারবাং, চকরিয়া, কক্সবাজার।